যুগান্তর

তারিখ ... 21 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

অবৈতনিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ

২/৩ গুণ বৃদ্ধি করে। যার ফলে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার তহবিলে বিপুল অংকের টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ভাউচারে অতিরিক্ত দেখিয়ে উদ্বৃত্ত টাকা কমিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে উন্নত কাগজে নির্ভুল প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কথা থাকলেও বেশিরভাগ উপজেলায় তা মানা হচ্ছে না। বাড়তি টাকা দিয়ে মেধাবীদের উপজেলাভিত্তিক পুরস্কৃত করার নির্দেশনা দেয়া আছে। মেধাবীরা সাধারণত বেশির ভাগই সচ্ছল পরিবারের সন্তান হওয়ায় পুরস্কার বেশির ভাগ তাদের? ভাগ্যে জুটবে। এই পুরস্কার অনেকটা তেলা মাথায় তেল ঢালার মতো। আর এদিকে গরিব মানুষদের সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ৫ম শ্রেণীর জন্য ৩৫+৩৫+৩৫+৩৫+৬০=২০০ টাকা জোগাড় করতে কষ্ট হয়।' এ সত্ত্বেও বর্তমানে অনেক উপজেলায় সরকারি নির্দেশনা তোয়াক্কা না করে অনেক বেশি টাকা নেয়া হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে দেশের চরম আর্থিক সংকটে ও তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন।এর মূল উদ্দেশ্য দেশের গরিব মানুষদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা। পরীক্ষার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ উপজেলা কর্মকর্তার অধীনে থাকায় তিনি সাধারণ মানুষের শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করে দুর্নীতি প্রসারে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ৫ম শ্রেণীর সর্বোচ্চ ২টি মডেল টেস্টের জন্য অনেক উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রজ্ঞাপনের আদেশ অমান্য করে সারা দেশে প্রশ্নপত্রের জন্য ১০ টাকার পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাতাসহ ৪০ বা তার উর্ধ্বে টাকা নিয়েছেন। বন্যাদুর্গত এলাকায় শিক্ষকদের আবেদন উপেক্ষা করে পরীক্ষার নামে বিশাল বাণিজ্য করে যাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে কিন্ডারগার্টেন ও বেসরকারি স্কুলগুলোকে বাধ্যতামূলক মডেল টেস্টের আওতায় এনে কোনো কোনো উপজেলায় শুধু মডেল টেস্টের নামে ২-৪ লাখ টাকা বাড়তি আদায় করা হয়েছে। ১ম-২য় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার টাকা শিক্ষকরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিলেও মডেল টেস্ট ২টির টাকা ব্যাংকে জমা না দিয়ে নগদ গ্রহণ করছেন। অনেক মেধাবী এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পরীক্ষার পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন করে আমাদের আগামী প্রজন্মকে নোট-গাইড, কোচিংমুক্ত জ্ঞাননির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মন্ত্রণালয়কে পরীক্ষার বিশাল বাণিজ্যের দুর্নীতি থেকে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com